মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ
হোক সবার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন
ও শক্তিশালীকরন এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প
শ্রম ভবন, ১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী
বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
www.dife.gov.bd

স্মারক নং- ৪০.০১.০০০০.১০৫.১৪.১১৬.২১-২৪১/১

তারিখঃ ১৭ চৈত্র, ১৪২৮ / ৩১ মার্চ ২০২২

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরন এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) এর ৫ম সভা বিগত ২৯/০৩/২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

৩১/৩/2022

(মোঃ মিজানুর রহমান জনি)
সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও
সদস্য-সচিব, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
মোবাইলঃ ০১৯১১-৪০৯৪০৬
ই-মেইলঃ jonydife16@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
২. সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪. সদস্য, বাস্তবায়ন, পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০ (দৃঃ আঃ জনাব কাজী মোঃ ফিরোজ হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পেকু সার্কেল)।
৬. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৭. যুগ্মপ্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৮. উপসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৯. মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন দিদার, নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা-১০০০।
১০. যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১. প্রকল্প পরিচালক, "কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরন এবং ১৩টি জেলা কর্যালয় স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প, শ্রম ভবন, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব (সচিব মহোদয়ের অবগতির জন্য), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৩. মহাপরিদর্শক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (মহাপরিদর্শক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
"কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন
ও শক্তিশালীকরন এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন (১ম সং)" প্রকল্প
শ্রম ভবন, ১০ম তলা, ১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী
বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০

বিষয় : "কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরন এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন (১ম সং)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ৫ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
সভার স্থান	:	ডাইফ সভাকক্ষে সরাসরি এবং ভার্চুয়াল জুম প্লাটফর্মে।
তারিখ	:	২৯/০৩/২০২২ মঙ্গলবার
সময়	:	দুপুর ১২.০০ টা
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-'ক'।

২। উপস্থাপনাঃ

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভাকে অবহিতকরণ পূর্বক আলোচনা শুরু করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানান। অতঃপর প্রকল্প পরিচালক আলোচ্যসূচী অনুযায়ী আলোচনা শুরু করেন।

৩। আলোচনা-১: বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রকল্প পরিচালক শুরুতেই প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি সভার সম্মুখে তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, চলতি অর্থ বছর ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৮১৯.৫৪ লক্ষ টাকা; যা চলতি অর্থ বছরের মোট বরাদ্দের ৩১.৪৩%। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত (ফেব্রুয়ারী, ২০২২ পর্যন্ত) আর্থিক অগ্রগতি মোট ১৩.৯২ কোটি টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫.৬৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ১৬.৯৫%। প্রকল্প পরিচালক চলতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত সকল অর্থ খরচ করা সম্ভব হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন; তবে বিষয়টি ভূমি অধিগ্রহণের অগ্রগতির উপর নির্ভর করছে মর্মেও তিনি উল্লেখ করেন।

বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রসঙ্গে তিনি জানান যে, বিগত পিআইসি সভার সুপারিশক্রমে ইতোমধ্যে প্রকল্পের ১ম সংশোধন মন্ত্রণালয় পর্যায়ে সম্পন্ন হয়েছে এবং বিগত ০৯/০২/২২ তারিখে ১ম সংশোধন অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। প্রকল্প সংশোধনের কাজ অতি দ্রুততম সময়ে প্রক্রিয়াকরণ করে দেওয়ার জন্য তিনি মন্ত্রণালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ১ম সংশোধনের ফলে প্রকল্পের বর্তমান মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত এবং প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারিত হয়েছে ২৪৪৫০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়নে আপাততঃ কোনো সমস্যা না থাকলেও জমি অধিগ্রহণে ধারণার থেকে বেশি সময় লাগছে কিছু বাস্তব সমস্যার কারণে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে অধিগ্রহণ নীতিমালা অনুযায়ি ট্রেসিং ক্লথ প্রস্তুত করা নিয়ে।

মুন্সীগঞ্জের জন্য ইতোমধ্যে পূর্ণাঙ্গ অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রস্তাবটি প্রক্রিয়াধীন আছে মর্মে জানা গেছে। এছাড়া যশোর জেলাতেও পূর্ণাঙ্গ অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এপ্রিল মাসের প্রথম অর্ধের ভিতরে পাবনা, দিনাজপুর ও সিলেট জেলায়ও পূর্ণাঙ্গ অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রেরণ করা সম্ভব হবে। এ মূহর্তে ভূমি অধিগ্রহণ এবং শ্রম অধিদপ্তরের জমির ব্যবস্থা করার দিকেই সর্বোচ্চ মনযোগ প্রদান করা হচ্ছে। ৬টি জেলায় শ্রম অধিদপ্তের জমিতে জেলা অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি সকল জেলা পরিদর্শন শেষে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, ভূমি অধিগ্রহণের সার্বিক কাজ আরও তরান্বিত করা প্রয়োজন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় ভূমি অধিগ্রহণের কাজে অধিকতর অগ্রগতি অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধরে রাখার জন্য সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

আলোচনা-২: প্রকল্পের আওতায় শ্রম অধিদপ্তরের মালিকানাধীন জমিতে ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত

প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, ডিপিপি অনুযায়ি ৬টি জেলাতে (খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া এবং নরসিংদী) শ্রম অধিদপ্তরের জমিতে এ প্রকল্পের আওতায় জেলা উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় নির্মাণের জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্পের শুরু থেকেই এ

বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হওয়াতে বিগত ২৮/১০/২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়কে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি বর্নিত জেলাসমূহ পরিদর্শন করে এবং ২টি সভার মাধ্যমে ইতোমধ্যে সুপারিশমালাসহ একটি প্রতিবেদন চূড়ান্ত করেছে। উক্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশমালা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হলে অবিলম্বে উক্ত জেলাসমূহে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ শুরু হবে। কমিটি'র মূল সুপারিশ অনুযায়ি চট্টগ্রাম ও বগুড়াতে অবিলম্বে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা, রাজশাহী ও সিরাজগঞ্জে ৯/১০ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করে তথায় ডাইফের জন্য প্রয়োজনীয় স্পেস সংরক্ষণ করে বাকীটা শ্রম অধিদপ্তরকে প্রদান করা, নরসিংদীতে ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে ভবন নির্মাণ করা এবং খুলনায় শ্রম অধিদপ্তরের প্রকল্প থেকে ডাইফকে আনুমানিক ৩৩০০০ বর্গফুট স্থান বরাদ্দ করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, ডিপিপিতে চট্টগ্রামের জন্য ১১ তলা ভবন নির্মাণের সংস্থান আছে। কিন্তু বিএনবিসি অনুযায়ি ১১ তলা ভবন নির্মাণ করা হলে সেটি 'হাইরাইজ' ভবনের সংজ্ঞাভুক্ত হবে। এতে করে পৃথক সুযোগ সুবিধা ও কমপ্লায়েন্স অনুসরণ করতে হবে; ফলে একদিকে যেমন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে তেমনি কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে হলে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন পড়বে। এ প্রসঙ্গে স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, বিএনবিসি অনুযায়ি ১০ তলার অধিক ভবন নির্মাণ করতে গেলে আলাদা ধরণের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে হবে। ডাইফ যদি উপযোগি মনে করে তবে ১০ তলা ভবন নির্মাণ করাই সুবিধাজনক হবে, তথাপি ১০ তলা ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রেও সিড়ি ও লিফটের সংস্থানসহ অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং নতুন নকশা করা প্রয়োজন; কারণ ৬ তলা ও ১০ তলা ভবন একই নকশাতে করা সম্ভব নয় এবং সেটা দেখতেও সুন্দর হবেনা। সেক্ষেত্রে প্লীন্থ এরিয়া কম বেশি করা যায় কিনা সে বিষয়ে তিনি সভায় জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক বলেন মুল কাঠামোগত নকশা এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরের পরিমাপ বা প্লীন্থ এরিয়া পরিবর্তন অর্থই ভবনের নকশা পরিবর্তন। ডিপিপিতে অনুমোদিত মূল কাঠামোগত নকশা ও প্রাক্কলন ডিপিপি সংশোধন ব্যতীত পরিবর্তন করার সুযোগ নেই। তবে মুল কাঠামোগত নকশা অর্থ্যাৎ গ্রাউন্ড ফ্লোরের প্লীন্থ এরিয়া পরিবর্তন না করে সরকারী বিধি বিধান অনুসরণের প্রয়োজনে ভবনের অভ্যন্তরীণ স্পেস ইউটিলাইজেশন পরিবর্তন করা হলে তা নকশা পরিবর্তনের সংজ্ঞাভুক্ত হবেনা। নতুন করে ভবনের কাঠামোগত নকশা করতে হলে ডিপিপি পুনরায় সংশোধন ব্যতিরেকে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা যাবেনা। এর ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে আরও ধীর গতির সৃষ্টি হবে। চট্টগ্রাম ও বগুড়াতে অবিলম্বে ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করা প্রয়োজন মর্মেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

সভাপতি প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত করা প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। সেক্ষেত্রে ১০ তলা ভবন নির্মাণ করা হলে ডাইফের চট্টগ্রাম কার্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনাতে কোনো সমস্যা হবে কিনা তা জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক এর উত্তরে বলেন যে, পিডব্লিউডি'র অস্পষ্টতার কারণে ডিপিপিতে ১১ তলা ভবনের প্রাক্কলন প্রদান করা হলেও সে প্রাক্কলন অনুসরণ করে বিএনবিসি অনুযায়ি ১১ তলা "হাইরাইজ" ভবন নির্মাণ সম্ভব নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। চট্টগ্রামের জনবল কাঠামো ও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনান্তে প্লীন্থ এরিয়া ঠিক রেখে ১০ তলা ভবন নির্মাণ করা হলে আগামীতে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই মর্মেও প্রতীয়মান হয়। এছাড়া চট্টগ্রামে যে ভূমি পাওয়া গেছে তাতে ভবনের দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করার সুযোগ নেই। কেননা তাতে শ্রম অধিদপ্তরের বিদ্যমান ভবন ক্ষতিগ্রস্থ হবে। অন্যদিকে রাজশাহী ও সিরাজগঞ্জে একই প্ল্যান ব্যবহার করা সম্ভব হবে। পিডব্লিউডি'র প্রতিনিধি বলেন যে, ডিপিপিতে ১১ তলা ভবনের যে প্রাক্কলন দেওয়া হয়েছে তা দিয়ে ১১ তলা ভবন নির্মাণ করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। একইসাথে সাম্প্রতিককালে সকল নির্মাণ সামগ্রীর অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে দরপত্র আহ্বান করা হলেও ঠিকাদার পাওয়া যাবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তিনিও প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্রুত করা ও ব্যয় বৃদ্ধি না করে এবং মূল কাঠামোগত নকশা বা নীচ তলার প্লীন্থ এরিয়া ঠিক রেখে ১০ তলা ভবন নির্মাণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। সভাপতি চট্টগ্রামের বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো পর্যালোচনা করে স্পেস ইউটিলাইজেশন প্ল্যান পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক ও স্থাপত্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানান। সভায় বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে চট্টগ্রামে নীচ তলার প্লীন্থ এরিয়া পরিবর্তন না করে ১১ তলার পরিবর্তে ১০ তলা ভবন নির্মাণ করা এবং অবিলম্বে ডিপিপি অনুসরণ করে স্পেস ইউটিলাইজেশন প্ল্যান ও ফিনিশ নকশা এবং ফিনিশ শিডিউল চূড়ান্ত করার জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে পত্র প্রদানের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচনা-৩: প্রকল্পের জনবল সংক্রান্ত

প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের জন্য বর্তমানে যে জনবলের সংস্থান রয়েছে তা পুরোটাই অতিরিক্ত দায়িত্বের মাধ্যমে। ডাইফে নিয়মিত কাঠামোতে পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় প্রকল্পের জন্য জনবল প্রদান করা যাচ্ছেনা। জনবল না থাকাতে প্রকল্পের কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বর্তমানে আর সম্ভব হচ্ছেনা। প্রকল্পের জনবল অতিরিক্ত দায়িত্বের পরিবর্তে প্রথম শ্রেণির পদে প্রেষণের মাধ্যমে এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের প্রকল্পের জনবল নির্ধারণ কমিটি বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করার নিমিত্তে পিআইসি কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন। সভাপতি জানান যে, ডাইফে জনবলের তীব্র ঘাটতি রয়েছে বিধায় প্রকল্পে জনবল প্রদান করা সম্ভব নয়। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি জানান, প্রকল্প পরিচালনার স্বার্থে প্রকল্প চলাকালিন সময়ে যদি জনবলের সংখ্যায় বা নিয়োগ পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন আনা প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর অর্থ বিভাগের বিবেচনার

জন্য অনুরোধ জানালে সেটি বিবেচনা করার সুযোগ আছে। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে যথাশীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনে জনবলের পরিমান ও নিয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তন করে অর্থ বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সুপারিশ করা হয়।

আলোচনা-৪: প্রকল্পের আওতায় গাড়ী ক্রয় সংক্রান্ত

প্রকল্প পরিচালক সভায় ব্যাখা করেন যে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত জীপ এখনও কেন ক্রয় করা হয়নি। তিনি জানান যে, প্রকল্পটি ১৯ জেলায় বিস্তৃত এবং প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনের গুনগতমান ও ভূমি অধিগ্রহণ কাজের অগ্রগতি পরিবীক্ষনের জন্য ভালো গাড়ী না থাকলে খুবই সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমানে একটি ভাড়া করা মাইক্রোবাস দিয়ে প্রকল্প দপ্তরের কাজ এবং মাঠ পরিদর্শনের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। মাইক্রোবাস হাইওয়েতে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত নয় এবং প্রকল্প পরিচালক ইতোমধ্যে দুইবার দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছেন এবং বেশ আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সে প্রেক্ষাপটে ভালো জীপ গাড়ী ক্রয় অতীব প্রয়োজন। কিন্তু প্রকল্পের অনুকূলে বিগত অর্থবছরে এবং চলতি অর্থবছরে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় এখনও পর্যন্ত গাড়ী ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। চলতি অর্থ বছরে গাড়ী ক্রয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ থাকলেও এখনও পর্যন্ত গাড়ী ক্রয় না করে অপেক্ষা করার কারণ হলো ভূমি অধিগ্রহণের সম্ভাব্য ব্যয় নির্বাহ। ভূমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে চাহিদাপত্র পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ স্থানান্তরের বিধান রয়েছে। চলতি অর্থবছরে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ৮.৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। অন্যদিকে অন্ততঃ দুইটি জেলায় ভূমি অধিগ্রহণের জন্য যে কোনো সময়ে অর্থ স্থানান্তরের অনুরোধ আসতে পারে। সুতরাং এ মুহর্তে গাড়ী ক্রয়ের জন্য বরাদ্দকৃত ৭৫.০০ লক্ষ টাকা সংরক্ষিত রাখা যৌক্তিক হবে। সভাপতি, এ পর্যায়ে জানতে চান গাড়ী ক্রয়ের জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরিত হয়েছে কি না? প্রকল্প পরিচালক প্রস্তাব প্রেরিত না হলেও এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে কথা হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি প্রকল্পের মেয়াদ আর কতদিন বাকী আছে সে বিষয়ে জানতে চান এবং বলেন যে প্রকল্পের মেয়াদ যদি এই ডিসেম্বরে শেষ হয়ে যায় তাহলে গাড়ী ক্রয়ের অনুমোদন পাওয়া কঠিন হবে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের মেয়াদ ১ম সংশোধনে যদিও ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে, তথাপি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিবেচনায় ২০২৪ সালের ৩০ জুনের আগে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সভায় এ বিষয়ে আলোচনা শেষে অবিলম্বে গাড়ী ক্রয়ের অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ এবং চলতি অর্থ বছরে সম্ভব না হলে আগামী অর্থ বছরের শুরুতে গাড়ী ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি অনুরোধ জানান।

সভায় উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

৪। সিদ্ধান্তঃ

ক. ছয় জেলায় ভূমি অধিগ্রহণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

খ. শ্রম অধিদপ্তরের জমিতে ডাইফ ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার সাথে সাথে ভবন নির্মাণের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উক্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক রাজশাহী ও সিরাজগঞ্জ জেলায় ১০ তলা ভবন নির্মাণ করা, নরসিংদীতে ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে ডাইফ ভবন নির্মাণ করা, খুলনায় শ্রম অধিদপ্তরের প্রকল্পের মাধ্যমে ডাইফ ভবন নির্মাণ করা এবং বগুড়ায় ছয় তলা ভবন নির্মাণ করার বিষয়টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হলে এ সংক্রান্ত পরবর্তী কার্যক্রম দ্রুত সময়ের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে;

গ. প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় দ্রুত করা, প্রাপ্ত ভূমির সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করা এবং ব্যয় বৃদ্ধি না করার স্বার্থে বিএনবিসিতে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ি 'হাইরাইজ ভবন' এ অতিরিক্ত কমপ্লায়েন্স অনুসরণের বাধ্যবাধকতা পরিহার করার জন্য অপরিবর্তিত রেখে অর্থ্যাৎ মুল কাঠামোগত নকশা এবং নীচ তলার প্লীন্থ এরিয়া অপরিবর্তিত রেখে চট্টগ্রামের ডাইফ ভবনটি ১১ তলার স্থলে ১০ তলা নির্মাণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১০ তলা ভবনের স্পেস ইউটিলাইজেশ প্ল্যান সহ ফিনিশ নকশা এবং ফিনিশ শিডিউল চূড়ান্ত করার জন্য অবিলম্বে স্থাপত্য অধিদপ্তরকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানাতে হবে। ঐ একই ডিজাইন পরবর্তীতে রাজশাহী ও সিরাজগঞ্জ জেলায় ব্যবহার করা যেতে পারে;

ঘ. প্রকল্পের জন্য ইতোপূর্বে অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত জনবল কাঠামো ও নিয়োগ পদ্ধতি 'অতিরিক্ত দায়িত্ব'এর পরিবর্তে প্রেষণ ও আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগের প্রস্তাবনা অবিলম্বে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

ঙ. গাড়ী ক্রয়ের জন্য অবিলম্বে অর্থ বিভাগের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে এবং সম্ভব হলে চলতি বছর বা আগামী অর্থ বছরের শুরুতেই প্রকল্পের আওতায় ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত জীপ ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫। অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

৪/৭/২১

(মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ)
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
ও
সভাপতি
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি,
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
আধুনিকীকরণ ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ জেলা কার্যালয়
স্থাপন প্রকল্প (১ম সং)।